১৫.১২.২০২৩ কলকাতার উচ্চ আদালতে

এসএল নং ২৩ দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার

আদালত নং ৫৫১

আল

এফ এম এ. ২০২৩ সালের ৮১৫

বন্দনা পাত্র এবং অন্যান্য

বনাম

ম্যাগমা এইচডিআই জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড এবং অন্যান্য

মিঃ জয়ন্ত ব্যানার্জী,

শ্রীমতি রুক্ষ্মিণী বসু রায়,

মিঃ অর্ঘ্য ভট্টাচার্য

.............আবেদনকারীদের জন্য - দাবিদার।

সুশ্রী গোপা দাস মুখোপাধ্যায়

...................উত্তরদাতা নং ১-এর জন্য - বীমা কো.

তাৎক্ষণিক আপিলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ২রা আগস্ট, ২০২২ তারিখের রায় এবং পুরষ্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ বিচারক, মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, ম্যাক মামলা নং ২০১৬ সালের ৪৫৮।

মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য হলো, বর্তমান আপীলকারী হচ্ছেন দাবিদার একটি পছন্দ অধীন বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কাছে আবেদন এম.ভি এর ধারা ১৬৬ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য আইন এই ভিত্তিতে যে তাদের পূর্বসূরি বীমা কোম্পানির নীতির অধীনে যথাযথভাবে বীমাকৃত আপত্তিকর গাড়ির চালকের বেপরোয়া এবং অবহেলামূলক গাড়ি চালানোর কারণে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

দাবি মামলা বীমা কোম্পানি দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়।

উভয়পক্ষের শুনানি শেষে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল মোট টাকা প্রদান করেছে ১০,০৫,০০০/-সুদ @ ৬%

দাবি দাখিল করার তারিখ থেকে প্রতি বছর দাবিদারদের পক্ষে আবেদন।

রায় দ্বারা সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হওয়ায় বর্তমান আপিল দাবিদারদের দ্বারা উন্নত করার জন্য পছন্দ করা হয়েছে।

বর্ধিতকরণের একমাত্র কারণ হল বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল মৃত ব্যক্তির মাসিক আয় ধার্য করেছে . প্রতি মাসে ৬,০০০/-টাকা। দাবিকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর দাখিল যে, মৃত ব্যক্তির একটি ওষুধের দোকান ছিল, যথা,মেসার্স নিউ দামোদর হোমিও হল এবং তার বার্ষিক আয় ছিল ২৭৭,২৩৭/-টাকা বার্ষিক আয় প্রমাণ করতে ইনকাম কর ডিপার্টমেন্ট থেকে একজনকে ডাকা হয়েছিল জন্য এবং পি ডবলু-৩. হিসাবে পদচ্যুত,যারা কিছু নথি নিয়ে এসেছেন যা মৃত ব্যক্তির দ্বারা বিভাগে দায়ের করা হয়েছিল। আইটি রিটার্ন যা প্রদর্শ - ১০ হিসাবে চিহ্নিত ছিল। প্রদর্শ - ১০ প্রকাশ করবে এটা মৃত ব্যক্তির জন্য আয় ছিল মূল্যায়ন বছর ২০১৫-২০১৬ এটি ঘোষণা করা হয়েছিল যে উল্লিখিত ব্যবসা থেকে তার আয় ছিল ২,৭৪,৫৫১/- টাকা। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল শুধুমাত্র এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেছে যে একক বছরের আয়কর রিটার্নকে মৃত ব্যক্তির আয়ের মূল্যায়নের জন্য পবিত্র বলে বোঝানো যায় না।

আপীলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে শ্রীমতী অঞ্জলি এবং অন্যান্য বনাম লোকেন্দ্র রাঠোড এবং অন্যান্য ২০২৩(১) সালে রিপোর্ট করেছে টি এ.সি ৯২ (এসসি)। আয়কর রিটার্ন হল একটি সংবিধিবদ্ধ নথি যা দাবির ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির আয়ের মূল্যায়নের জন্য নির্ভর করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ৯ নিম্নরূপ সেট করা যাক:

" ৯. ট্রাইব্যুনাল এবং উচ্চ আদালত উভয়ই মৃত ব্যক্তির আয়কর রিটার্ন উপেক্ষা করে মৃত ব্যক্তির আয় অনুমান করার সময় গুরুতর ত্রুটি করেছে৷ আপীলকারীরা মৃত ব্যক্তির আয়কর রিটার্ন (২০০৯-২০১০) দাখিল করেছিলেন, যা মৃত ব্যক্তির বার্ষিক প্রতিফলন করে৷ ১,১৮,২৬১/- টাকা, মালারভিঝি এবং অন্যান্য এই আদালত পুনঃনিশ্চিত করেছে যে আয়কর রিটার্ন একটি সংবিধিবদ্ধ নথি, যেখানে পাওয়া যায়। মালারভিঝি (সুপ্রা) এ বার্ষিক আয়ের গণনা নিম্নরূপ:

১০ ..... আমরা উচ্চ আদালতের সাথে একমত যে সংকল্পটি আয়কর রিটার্নের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হবে, যেখানে উপলব্ধ। আয়কর রিটার্ন হল একটি সংবিধিবদ্ধ নথি যার উপর নির্ভর করা যেতে পারে মৃত ব্যক্তির বার্ষিক আয় নির্ধারণের জন্য।

তাই, এই আদালতের অভিমত যে মৃত ব্যক্তির বার্ষিক আয় ধার্য করা হোক ১,১৮,২৬১/-টাকা প্রায় ২০০৯-২০১০ সালের জন্য মৃত ব্যক্তির আয়কর রিটার্নের কথা মাথায় রেখে প্রতি মাসে ৯,৮৫৫/- । "টাকা।

তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে মৃত ব্যক্তির আয়ের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণ ৬,০০০/- প্রতি মাসে খুব সামান্য পরিমাণ। এই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ব্যবসা থেকে আয়কে আয়কর রিটার্ন অনুসারে বিবেচনা করতে হবে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের শ্রীমতি অঞ্জলি ও অন্যান্য ভিত্তিতে।

বীমা কোম্পানীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেন এবং দাবী করেন যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল মৃত ব্যক্তির আয় সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছে। শুধুমাত্র মৃতের এক বছরের আয়কর বিবরণী বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে দাখিল করা হয়েছিল আয় বিবেচনা করার জন্য। নথি থেকে জানা যাবে যে ব্যবসাটি ২০০৮ সাল থেকে চলছিল, তাই আয়ের মূল্যায়নের জন্য এক বছরের আয়কর রিটার্নের উপর নির্ভর করা সম্পূর্ণ অনুচিত। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে দাবিদাররা এমন কোনও নথি উপস্থাপন করতে পারেনি যাতে দেখা যায় যে দুর্ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তি এই ধরনের ব্যবসায় জড়িত ছিল। নথি যা আগে প্রদর্শিত হয়েছে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল প্রদর্শনী-১৩ হিসেবে তা দেখাবে হোমিওপ্যাথি ব্যবসার লাইসেন্সটি ০১.১০.২০০৮ থেকে ১৩.০৯.২০১৩ পর্যন্ত বৈধ ছিল। মৃত ১৫.০১.২০১৬ তারিখে একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল তাই সেই সময়ে, স্বীকার করেই, মৃত ব্যক্তির আয় প্রমাণ করার জন্য কোন নথি ছিল না। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে ডকুমেন্টটি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে সঠিকভাবে পরিষ্কার করা হয়নি, সেই অনুযায়ী বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল উল্লিখিত আয়করের উপর প্রত্যাবর্তন নির্ভর করতে ব্যর্থ হয়েছে ।

শুনেছি বিজ্ঞ আইনজীবী মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের শ্রীমতি অঞ্জলি এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষণ করেছেন। এটা সত্য যে আয়কর রিটার্ন হল একটি সংবিধিবদ্ধ নথি যার উপর নির্ভরশীলতাকে ক্ষতিপূরণের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। যাইহোক, এটাও সঠিক বিজ্ঞ আইনজীবী কেন জমা বিমা কোম্পানি এক বছরের আয়কর রিটার্ন বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সামনে পেশ করেছে। তবে এর উত্তর আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না। আয়কর রিটার্ন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির আয়ের ভিত্তিতে মামলার ন্যায্য ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ খুব ভালোভাবে পাওয়া যাবে। আমি আরও অনুধাবন করেছি যে পি ডবলু - ৩ কে কিছু নথি উপস্থাপন করার জন্য ট্রাইব্যুনাল থেকে তলব করা হয়েছিল। তদনুসারে, তিনি তার অফিস থেকে কিছু নথি পেয়েছিলেন এবং এটি তৈরি করেন একই নথিতে অনুমোদনের চিঠি রয়েছে এবং ২০১৫-২০১৬ মূল্যায়ন বছরের জন্য মৃত ব্যক্তির আয়কর রিটার্ন। তিনি রসিদ রেজিস্টারও তৈরি করেন যা দাখিল করা হবে মূল্যায়ন বছরের জন্য আয়কর রিটার্ন ২০১৫-২০১৬।

রসিদ রেজিস্টার বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে যে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া হয়েছিল ১০.০৯.২০১৫ অর্থাৎ দুর্ঘটনার তারিখের আগে।

ব্যবসা থেকে আয় বিবৃত ছিল কর রিটার্ন হবে। ২,৭৪,৫১১/- টাকা এবং অন্যান্য উৎস থেকে আয় বলা হয়েছে ২,৭২৬/-, টাকা মোট আয় দেখানো হয়েছে ২,৭৭,২৩৭/- টাকা। ক্ষতিপূরণ মূল্যায়ন করতে গিয়ে দাবিকারী ইতিমধ্যেই মৃত ব্যক্তির দখলকে ওষুধের দোকান বলে চাপ দিয়েছেন। মেডিসিনের দোকানটির নাম মেসার্স নিউ দামোদর হোমিও হল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬-এ কেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক জারি করা ট্রেড লাইসেন্সটি মৃত প্রকাশ পাত্রের নামে বলা হলেও দোকানের নাম দামোদর হোমিও হল। তবে রশিদ নেওয়া হয়েছে ২০০/- টাকা ২০১৫-২০১৬ বছরের জন্য। হলের নাম অন্যভাবে বলা হয়েছে। যাইহোক, পি ডবলু- ১ এর প্রমাণ বিবেচনা করে যে নতুন লাইসেন্স তার নাম এবং শৈলীর অধীনে তার পক্ষে দাঁড়িয়েছে দামোদর হোমিও হল।

পুরো দিকটি বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল আয়কর রিটার্নের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির আয় বিবেচনা না করার জন্য ত্রুটি করেছে। দাবিদার আছে মৃত ব্যক্তির আয়ের অন্য কোন উৎস দেখানো হয়নি। তদনুসারে, ব্যবসা থেকে আয়কর রিটার্নে উপস্থিত মৃত ব্যক্তির আয় ২,৭৪,৫১১/- টাকা। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির আয় বার্ষিক ২,৭৪,৫০০/- টাকা হিসাবে যুক্তিসঙ্গতভাবে গণনা করা হয়। যে স্কোর উপর
সম্পর্কে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণ ক্ষতিপূরণ সংশোধন করা প্রয়োজন।

তদনুসারে, ন্যায্য এবং সঠিক এই মামলার ক্ষতিপূরণ এখানে নিম্নরূপ মূল্যায়ন করা হয়েছে: -

ক্ষতিপূরণের হিসাব

১. বার্ষিক আয়		২,৭৪,৫০০/- টাকা
২. যোগ করুন: ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা @ ২৫%		
৪. কম: ১/৩য় ….....................................	.টাকা ১,১৪,৩৭৫/-	
	টাকা ২,২৮,৭৫০/-	
৫. গুণক ১৪	X 14	
	টাকা ৩২,০২,৫০০	
৬. যোগ করুন: সাধারণ ক্ষতি …...............		.টাকা ৭০,০০০
		টাকা ৩২,৭২৫০০
৬. কম: ট্রাইব্যুনাল ইতিমধ্যেই পুরস্কৃত হয়েছে		টাকা। ১০,০৫,০০০/-

ক্ষতিপূরণ ২২,৬৭,০০০/- টাকা

গণনার পর অর্থ আসে ৩২,৭২,৫০০/টাকা-। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ইতিমধ্যেই ১০০৫০০০/- টাকা প্রদান করেছে। ব্যালেন্স অর্থ আসে ২২,৬৭,৫০০/-টাকা । বীমা কোম্পানীকে এই আদেশ পাশ হওয়ার তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে বার্ষিক ৬% হারে সুদ সহ বার্ষিক ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কলকাতা উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের অফিসের মাধ্যমে। এই ধরনের আমানতের উপর দাবিকারীরা প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি প্রদানের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উক্ত পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী।

২০২৩ সালের তাত্ক্ষণিক এফ এম এ ৮১৫ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, স্ট্যান্ড নিষ্পত্তি।

অন্তর্বর্তী আদেশ, যদি থাকে, খালি দাঁড় করানো।

সার্ভারের অনুলিপি এবং কাজ করার জন্য পক্ষগুলি এই আদেশের জরুরী প্রত্যয়িত কপি প্রদান করা হবে স্বাভাবিক নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে।

(শুভেন্দু সামন্ত, বিচারপতি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।